গবেষণা অভিসন্দর্ভের সংক্ষিপ্তসার

বাংলা সাহিত্যে সাতের দশকের প্রসিদ্ধ লেখক সাধন চট্টোপাধ্যায়ের এক বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। তিনি সাহিত্য জগতে একজন স্বতন্ত্র শিল্পী হিসেবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর উপন্যাস সাহিত্যে বিশেষ করে উঠে এসেছে মনোরঞ্জনের পরিবর্তে মেধা ও মননচর্চা। ১৯৬৬-এর খাদ্য আন্দোলনের অভিঘাতে 'নন্দন' পত্রিকায় 'বন্যা' গল্প লিখে তাঁর সাহিত্য জীবনের সূচনা। বিশ শতকের শেষ তিন দশক এবং একবিংশ শতকের প্রথম দশকে তাঁর উপন্যাস লেখা অব্যাহত। চল্লিশ বছরের বেশি সময় ধরে তিনি শিক্ষকতা করেছেন। যদিও ২০০৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন এবং পূর্ণ সময় ধরে লেখালেখি ও সাহিত্যচর্চায় নিজেকে মনোনিবেশ করে রাখেন। তাঁর রচিত উপন্যাসের সংখ্যা প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি এবং ছোটোগল্প লিখেছেন প্রায় সাতশোর কাছাকাছি। পাশাপাশি প্রবন্ধ রচনাতেও তিনি নিজস্ব প্রতিভার স্পষ্ট চিহ্ন রেখেছেন। চার-শতাধিক প্রবন্ধ তাঁর রয়েছে। যেমন 'কথাপট', 'অক্ষরে বদ্ধ জীবন', 'সময়ের সাতপাক', 'ছকের বাইরে', এবং 'রবীন্দ্র মানসে পেনেটি' ইত্যাদি। সাধন চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় উপন্যাসের ব্যাপ্ত পরিসরেই তাঁর প্রতিভা সম্যক মুক্তি পেয়েছে। সাধন 'বক্তব্যজীবী লেখক'! বহতা জীবন, বহতা সমাজ, রাজনীতি-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ে তাঁর নিজস্ব পর্যবেক্ষণ, পরিচিন্তন এবং সিদ্ধান্ত আছে। প্রবন্ধে, গল্পে সেসবই প্রতিফলিত হয়েছে নানা মাত্রায়। তবে ছোটোগল্পে যেহেতু জীবনের খণ্ডাংশ প্রতিফলিত হয় তাই সেখানে 'বক্তব্যজীবী' লেখকের সম্পূর্ণ তৃপ্ত না হওয়ারই কথা। সংহত বাঁধনে, ব্যঞ্জনার আশ্রয়ে সংকেতগর্ভ হয়ে ওঠে লেখকদের যে জীবনোপলব্ধি সেখানে অনেক কিছু বলার পরও 'অনেক কথা রয়ে যায় বাকি'। সেই বাকি কথা দাবি করে বৃহত্তর ক্যানভাস, বর্ণনা, বিশ্লেষণের প্রাণবন্ত আকাশ। এই দাবি একমাত্র পূরণ করতে পারে উপন্যাস। সেজন্যই হয়তো উপন্যাসের 'বিপুল লিমিটেড' পরিসরেই লেখক সাধন চট্টোপাধ্যায়ের সৃষ্টিশীল সত্তার পূর্ণ মুক্তি ঘটেছে। বহতা সময় ও জীবনের চাপাপড়া দিনগুলি জীবন্ত হয়ে উঠেছে তাঁর উপন্যাসের পাতায় পাতায়।

তাঁর প্রথম উপন্যাস 'অগ্নিদগ্ধ'। প্রকাশিত হয় চতুষ্কোণ পত্রিকায় ১৯৬৮ সালে। তবে গ্রন্থবন্ধ হয় পরে। ১৯৭০ সালের যে অগ্নিগর্ভ ধর্মীয় সমাজ, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিবেশ তা এই উপন্যাসে বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। এর অল্প কয়েক বছর পরই প্রকাশিত হয় 'গহিন গাঙ' (১৯৭৯)। নদীকেন্দ্রিক প্রান্তিক জীবনে অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতাকেন্দ্রের নিরঙ্কুশ দাপট ও সেই দাপটের বিরুদ্ধে স্বরায়ণ এবং তার অনিবার্য ফলশ্রুতির চিত্রায়নে এই উপন্যাস অনবদ্য হয়ে উঠেছে। ১৯৮২ সালে প্রকাশিত হয় 'উদ্যোগ পর্ব'। যা পূর্বে ১৯৭৮-৭৯ সালে 'মাটি ও মানুষ' শিরোনামে বাংলাদেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এরপর একে একে প্রকাশিত হয় 'দুই ঠিকানা', 'পিতৃভূমি', 'পক্ষ বিপক্ষ', 'তেঁতুল পাতার ঝোল', 'জলতিমির', 'বিন্দু থেকে বৃত্ত', 'মাটির অ্যান্টেনা', 'পাল্টিপুরাণ', 'বৃষ্টি ছিল টাপুর টুপুর', 'শেষ রাতের শেয়াল', 'গুল্মলতার ইলেকট্রন', 'ধরিত্রী', 'বুলবুলিতে ধান খেয়েছে', 'পানিহাটা', 'দিন আনে দিন খায়', 'রমা সরখেল' ইত্যাদি। মোহমুক্তি দৃষ্টি, আবেগরিক্ত বিশ্লেষণ, বিষয়ের গভীরে গিয়ে উপলব্ধি এবং নিরাসক্ত উপস্থাপনায় তিনি নিশ্চিতভাবেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর উত্তরসূরি। তবে নিপীড়িত শ্রেণির প্রতি মমত্ববোধ, প্রতিষ্ঠান ও প্রাতিষ্ঠানিকতার প্রতি একরৈখিক ঘৃণা এসবের কোনোটাই তাঁর লেখার বিষয় হিসেবে উঠে আসেনি। আবার ব্যক্তিগত রাজনৈতিক মতাদর্শকেও তিনি কখনো শিল্পের গায়ে চেপে বসতে দেখেননি। বিজ্ঞানের ছাত্র বলেই হয়তো প্রবল নিরাসক্ত তিনি। ফলে তাঁর কথাসাহিত্যে সমাজ সত্য, সময়ের সত্য, অধিকৃতভাবেই সাহিত্যের সত্যে পরিণত হতে দেখা যায়। তিনি গত ষাট বছরে দেশভাগ, দাঙ্গা, ছাত্র আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন, জরুরি অবস্থা, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বারংবার ব্যর্থতা, পঞ্চায়েতি ব্যবস্থা, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, মুক্ত তথা উদার অর্থনীতির আগ্রাসন প্রভৃতি ঘটনায় সাধারণ মানুষের মূল্যবোধের পরিবর্তন দেখেছেন। সেকারণেই হয়তো তাঁর উপন্যাসের ভিত্তিভূমি হিসেবে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন, সাধারণ মানুষের জীবন বৃত্তান্ত এবং সমাজ পরীক্ষা-নিরীক্ষা তথা পরিবেশ সচেতনতামূলক বিষয়গুলিকে বেছে নিয়েছেন। তিনি বদল ঘটিয়েছেন তথাকথিত আঙ্গিকের। প্রথাসিদ্ধ ঢঙে লেখা উপন্যাসের মায়া কাটিয়ে তিনি উপন্যাসের বিষয়বস্তু এবং আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। নির্মাণ করেছেন সাহিত্যের নিজস্ব পরিমণ্ডল—যা বাংলা সাহিত্যের সমালোচক এবং পাঠকদের কাছে প্রশংসার দাবি রাখে। তাঁর জীবন ও সাহিত্য নিয়ে অনেকেই প্রবন্ধ লিখেছেন এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেশ কয়েক বছর

আগে তাঁর সাহিত্য নিয়ে একটি গবেষণামূলক কাজও হয়েছে। কিন্তু তাঁর রচিত উপন্যাসের বিষয়গত স্বাতন্ত্র্য ও আঙ্গিকের যে নতুন রীতি তা নিয়ে কোনো সম্পূর্ণ আলোচনা চোখে পড়ে না বললেই চলে। আমার মনে হয়েছে এই বিষয়ে আলোকপাত করা খুবই প্রয়োজন। সেজন্যই 'সাধন চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস (১৯৭০-২০১৬) : বিষয়-ভাবনা ও আঙ্গিকগত অভিনবত্ব' এই শিরোনামে আমি আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভ নির্মাণ করার চেষ্টা করেছি। আলোচনার সুবিধার্থে পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে বিষয়গুলি হলো—

প্রথম অধ্যায় : **সাধন চট্টোপাধ্যায়ের জীবন ও তাঁর উপন্যাসের ভিত্তিভূমির অনুসন্ধান**

দ্বিতীয় অধ্যায় : **সাধন চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসে সমকালীন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট ও তাঁর উপন্যাসের বিষয়-বৈচিত্র্য**

তৃতীয় অধ্যায় : **সাধন চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসে পরিবেশ চেতনার প্রতিফলন**

চতুর্থ অধ্যায় : **সাধন চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসে নারী শক্তির উদ্বোধন**

পঞ্চম অধ্যায় : **সাধন চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসে আঙ্গিকগত বৈচিত্র্য**

প্রথম অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে কীভাবে বাংলা সাহিত্য জগতে তিনি আবির্ভূত হয়েছেন অর্থাৎ তাঁর চলমান জীবনধারা এখানে নানাভাবে নানারূপে প্রতিফলিত হয়েছে। সাধন চট্টোপাধ্যায়ের রচিত উপন্যাসের পেছনে যে ভিত্তিভূমি রয়েছে তা বিভিন্ন উপন্যাস অবলম্বনে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা হয়েছে, গত পাঁচ দশকে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের প্রধান আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক যে পরিবর্তনগুলো ঘটেছে তা সাধন চট্টোপাধ্যায়ের মনকে কীভাবে আলোড়িত করেছে। বিগত পাঁচ দশকে বিচিত্র বিষয় নিয়ে তিনি সাহিত্য রচনা করেছেন। সেকারণেই তাঁর রচিত উপন্যাসগুলির বিষয় বৈচিত্র্যের কথা মাথায় রেখে, বিষয় অনুযায়ী আলাদা আলাদা ভাবে নির্বাচন করে পর্যায়ক্রমে বিন্যস্ত করা হয়েছে এবং বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে পরিবেশকেন্দ্রিক প্রেক্ষাপট বা বিষয় অত্যন্ত প্রাণবন্ত চেহারা নিয়ে কীভাবে তাঁর উপন্যাসে উপস্থিত হয়েছে। তিনি একের পর এক উপন্যাসে উন্মোচিত করেছেন পরিবেশ ও লগ্নিপুঁজির বিপরীত মেরুর সম্পর্ক এবং এসবের চাপে পিষ্ট ব্যক্তি মানুষের সকরুণ পরিণতি।

শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রগতি, নগরায়ন, পারিবারিক গঠনরীতির পরিবর্তন, সাংবিধানিক সম-অধিকারবোধ, নিজস্ব আত্মপরিচয় নির্মাণের আকাঙ্ক্ষা সর্বোপরি নারীর পারিবারিক দায়িত্ব ও ভূমিকা বদল সমস্ত স্তরের নারীদের ঘরের বাইরে বের করে এনেছে এবং নিযুক্ত করেছে উপার্জন ভিত্তিক কাজের জগতে। কিন্তু সাধন চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস পাঠ করার পর অনুভব করা যায় যে নারীর ইচ্ছা ও শ্রমকে পুরুষেরা সবসময়ই নিজেদের নিয়ন্ত্রণেই রাখতে চায়। প্রশ্ন জাগে মনে, কাজের ক্ষেত্রগুলিতে মেয়েরা সত্যি সত্যিই কি সম্মানের সঙ্গে যোগ দিতে পেরেছে? পারছে না! পাশাপাশি আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া পরিবারগুলোতে মেয়েদের যে দুর্দশা ও অবহেলা অতিক্রম করে সামনে এগিয়ে যাওয়ার অদম্য লড়াই এই সমস্তটা সাধনের উপন্যাস অবলম্বনে চতুর্থ অধ্যায় আলোচিত হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে তাঁর উপন্যাস ধরে ধরে নিয়ত পরিবর্তনশীল আঙ্গিকগত রূপটি আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ সাধন তাঁর উপন্যাসে বিষয়, চরিত্র, ঘটনা, সময়, ভাষা, চিত্রকল্প ও ম্যাজিক রিয়ালিজমের মেলবন্ধন ঘটিয়ে আখ্যানকে কীভাবে এগিয়ে নিয়ে গেছেন, কোন কোন ভঙ্গি বা পথের আশ্রয় নিয়েছেন এবং শিল্পের বিচারে তিনি কোথায় স্বতন্ত্র তা উপন্যাস ধরে ধরে আলোচনায় উঠে এসেছেন।